ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩০ বর্ষ ১৬তম সংখ্যা

১৬ ভাদ্র ১৪২৩, ৩১ আগস্ট ২০১৬

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

জাতীয় শোক দিবসে 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু ছিলেন সকল মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল-উপাচার্য

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই এসোসিয়েশন (ডিইউএএ)-এর উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা গত ২০ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ডিইউএএ-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক এবং প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। প্রধান আলোচক হিসেবে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান এবং

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিইউএএ'র সাবেক সভাপতি মনজুর এলাহী ও প্রাক্তন সভাপতি রকীবউদ্দিন আহমেদ। সূচনা বক্তব্য রাখেন ডিইউএএ-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি মোল্লা আবু কায়সার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সভাপতি এ কে আজাদ। অনুষ্ঠানে 'বঙ্গবন্ধু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ডিইউএএ-এর সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কর্মকার। প্রধান আলোচক অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর। বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে জাতির পিতা হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পক্ষ থেকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ৭৩'র অধ্যাদেশ দিয়েছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র আন্দোলন আর জাতীয় রাজনীতির নানা স্মৃতি তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গরীব কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এই বহিষ্কারের পথ ধরে নীতির প্রতি অবিচল থেকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন জাতীয় নেতা হিসেবে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন 'জাগো জাগো, বাঙালি জাগো', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা'। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করতেন। সেই শিক্ষক বড়ই হোন আর ছোটই হোন। বঙ্গবন্ধুর স্নেহে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু কেবল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালিই নন, তিনি ছিলেন সারাবিশ্বের নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের শেষ বন্ধু। খুনিরা ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারে নি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আদর্শ মুজিব, বাংলার মানুষের নয়নের মণি মুজিব বাঙালির হৃদয়ের মনিকোঠায় বিরাজ করছেন। যতদিন পৃথিবীর আলো-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য থাকবে, ততদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলার মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় বিরাজ করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক ও তাঁর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থেকে সমাধান করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা সমস্যা। তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই সম্পৃক্ততা ইতিহাসেরই অংশ। বঙ্গবন্ধু ছিলেন সাড়ে সাত কোটি মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল। তিনি মানুষকে ভালোবাসতেন। তাঁর এই ভালোবাসাই তাঁকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর এই বিশ্বাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।

ঢাবি ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন কার্যক্রম শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া গত ২২ আগস্ট ২০১৬ সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবং আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বুধবার রাত ১২:০০টা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ২২ আগস্ট কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই ভর্তি কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় শোক দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে-উপাচার্য

যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- সকল ভবন ও হলে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। এছাড়া, বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

এ উপলক্ষে সকালে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম-সম্পাদক নীলিমা আকতার, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর, বঙ্গবন্ধু সমাজকল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইমাম হোসেন শেখ, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড ইউনিটের সদস্য মো. গোলাম রব্বানী সরকার, কর্মচারী সমিতির সভাপতি আবদুল কাদের, প্রাক্তন সভাপতি মো. রেজাউল ইসলাম, কারিগরি কর্মচারী সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হক, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত ১৫ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর আগমন উপলক্ষে প্রস্তুত করা চেয়ার উন্মোচন করেন। উল্লেখ্য, বেদনা বিধুর স্মৃতির স্মারক এই চেয়ারটি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আসন স্বরূপ টিএসসি মিলনায়তনে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, ঢাকা

'কালো দিবস' পালিত

যথাযথ মর্যাদায় গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কালো দিবস পালিত হয়েছে। ২০০৭ সালের ২০-২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উপর সংঘটিত অমানবিক, বেদনার্ত ও নিন্দনীয় ঘটনা স্মরণে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কালো ব্যাজ ধারণ এবং আলোচনা সভা।

এ উপলক্ষে সকাল ১১:৩০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি * ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের কথা ছিল। সেদিন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হয় নি। এর আগেই ঘাতকদের নির্মম বুলেটে তাঁকে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়। উপাচার্য বঙ্গবন্ধু চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বলেন, তিনি অত্যন্ত সৎ, উদার, দেশপ্রেমিক, সাহসী ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সাধারণ মানুষের ভাগোন্নয়নের সংগ্রামে তিনি মৃত্যু, জেল, জুলুমকে কখনও ভয় পান নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারীদের পক্ষে আন্দোলন করতে গিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৬ মার্চ তিনি ছাত্রত্ব হারান। বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ মুচলেকা ও ১৫ টাকা জরিমানার বিনিময়ে তাঁকে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও তিনি অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি এবং ছাত্রত্ব ফিরিয়ে নেননি। বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান বাহিনীর বন্দুকের মুখেও তিনি বাসায় অবস্থান করছিলেন। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো আত্মগোপন করেননি বা পালিয়ে যাননি। আজীবন তিনি অভিজাত্য নিয়ে রাজনীতি করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের বুলেটের সামনেও তিনি অবিচল ছিলেন। এই অভিজাত্য নিয়েই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। উপাচার্য বলেন, ১৫ আগস্টকে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কালো দিবস উপলক্ষে গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও স্মরণ সভা গত ১৮ আগস্ট ২০১৬ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ এমপি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

এ এফ এম মুহিতুল ইসলামের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলার বাদী এ এফ এম মুহিতুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, মুহিতুল ইসলাম জাতীয় ক্ষেত্রে এক দায়িত্বশীল ভূমিকা রেখেছেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাষ্ট্রপতিকালীন সময়ে রেসিডেন্ট পি.এ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আন্তরিকভাবে বঙ্গবন্ধু পরিবারের সাথে ঘনিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৭৫ সালের ১৫ ই আগস্টের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড।

উপাচার্য মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহিতুল ইসলাম ১৯৭৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতি থাকার সময়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে রিসিপসনিস্ট এবং আবাসিক ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং ঐদিন ঐ বাড়িতে ঘাতকদের হাত থেকে যারা বেঁচে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বাঁধা কেটে গেলে ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর ধানমন্ডি থানায় বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড নিয়ে তিনি মামলা দায়ের করেন। মামলায় মোট আসামী ছিল ২০জন। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর বিচারিক আদালতে ১৫জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল হলে হাইকোর্টে বিভক্ত রায়ে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকে। বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২০১০ সালের জানুয়ারি মাসে ৫ আসামীর ফাঁসি কার্যকর করা হয়। এছাড়া, দণ্ডিত আসামীদের কয়েকজন পলাতক রয়েছে। মুহিতুল ইসলামের সাক্ষ্যতে ও স্মৃতিচারণে ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনা এবং অজানা কথা জনসমক্ষে বেরিয়ে আসে। মুহিতুল সেই সময় অনেক সাহসি ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঘাতকদের হাত থেকে শেখ রাসেলকে বাঁচানোর জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছেন মুহিতুল ইসলাম কিন্তু তাঁর হাত থেকে রাসেলকে ছিনিয়ে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে ঘাতকরা।

উল্লেখ্য, এ এফ এম মুহিতুল ইসলাম গত ২৫ আগস্ট ২০১৬ বিকাল ৩ টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কন্যার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

নাজমা রহমানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী, নারায়ণগঞ্জ জেলা ও শহর আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নাজমা রহমানের মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, ১৯৭৫ পরবর্তী গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তার সাহসী ভূমিকা ছিল। এমনকি সেনা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তির দাবিতে এবং সে সময়ের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন যোগ্য দেশপ্রেমিককে হারাল।

উপাচার্য নাজমা রহমানের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, গত ২০ আগস্ট ২০১৬ যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনায় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় নাজমা রহমান মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

কবি শহীদ কাদরীর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

নিউইয়র্কে বসবাসরত বাংলা ভাষায় প্রথিতযসা কবি শহীদ কাদরীর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'একুশে পদক' ও 'বাংলা একাডেমি পদক'প্রাপ্ত শহীদ কাদরী ছিলেন বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র কাব্যধারার প্রতিনিধিত্বশীল কবি। আজীবন তিনি সাহিত্য অঙ্গনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। শহীদ কাদরী বাংলাদেশের টেলিভিশন সম্প্রচারের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মর্মান্তিক হত্যাকান্ড তিনি মেনে নিতে পারেন নি, তাঁর লেখা ও ভাবনায় তা প্রকাশ করেছেন। উপাচার্য প্রয়াত কবির আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

পঞ্চাশ উত্তর বাংলা কবিতায় আধুনিক মনন ও জীবনবোধ সৃষ্টিতে যে কজন কবি উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্য অন্যতম শহীদ কাদরী। আধুনিক নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম, স্বদেশচেতনার পাশাপাশি বিশ্ব-নাগরিক বোধের সম্মিলন ঘটে তার কবিতায়। 'উত্তরাধিকার', 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা', 'কোথাও কোন ক্রন্দন নেই' ও 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও' এই চারটি কাব্যগ্রন্থ দিয়েই বাংলার জনপ্রিয় কবিদের একজন শহীদ কাদরী।

তিনি ১৯৭৩ সালে বাংলা একাডেমি ও ২০১১ সালে একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৪২ সালের ১৪ অগাস্ট কলকাতায় জন্ম নেওয়া শহীদ কাদরী সাতচল্লিশে দেশভাগের পর বাংলাদেশে আসেন। জার্মানি, ইংল্যান্ড হয়ে তিনি ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হন।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট ২০১৬ নিউইয়র্কের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

ঢাবি ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির কার্যক্রম শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভর্তি প্রক্রিয়া উদ্বোধন করে উপাচার্য বলেন, এ বছর ছাত্র-ছাত্রীদের আবেদনের যোগ্যতা গতবারের মতোই রাখা হয়েছে। কিছু নতুন বিভাগ চালু হওয়ায় এবং কিছু বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে আসন বৃদ্ধি করায় মোট আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোন বা টেলিযোগাযোগ করা যায় এরূপ কোন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস/যন্ত্র/ঘড়ি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল কোর্ট দায়িত্ব পালন করবে।

এ শিক্ষাবর্ষে মোট আসন সংখ্যা ৬৮০০টি যার মধ্যে ক-ইউনিটে ১৬৮০টি, খ-ইউনিটে ২২৪১টি, গ-ইউনিটে ১১৭০টি, ঘ-ইউনিটে ১৪৪০টি এবং চ-ইউনিটে ১৩৫টি আসন সংখ্যা রয়েছে। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৬৬৫৫টি।

ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ও অনলাইন সার্ভিস ফিসহ ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩৫০/-(তিনশত পঞ্চাশ) টাকা নির্ধারিত হয়েছে। টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে 'খ' ও 'চ' ইউনিট ১১ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ও 'ক', 'গ', 'ঘ' ইউনিট ১৫ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত ।

বিস্তারিত তথ্য ওয়েব সাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) জানা যাবে। ইতোমধ্যেই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ফরিদ আলীরর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বিশিষ্ট নাট্য -ব্যক্তিত্ব ফরিদ আলীর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের নাটক ও চলচ্চিত্রাঙ্গণে ফরিদ আলী বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অভিনয় শিল্পে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো তা সহজে পূরণ হবার নয়। উপাচার্য প্রয়াত শিল্পীর আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, গত ২২ আগস্ট ২০১৬ বার্ধক্যজনিত কারণে ঢাকার মিরপুর হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

মো. মশিয়ার রহমানের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢবি প্রক্টর অফিসের প্রিন্সিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মো. মশিয়ার রহমান গত ১১ আগস্ট ২০১৬ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি----- রাজেউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তার মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। উপাচার্য মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বঙ্গবন্ধু সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করে গেছেন–উপাচার্য

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৭ আগস্ট ২০১৬ আইবিএ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো: আখতারুজ্জামান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. এ কে এম সাইফুল মজিদ। আলোচনায় অংশ নেন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র অধ্যাপক ড. এম জিয়াউল হক মামুন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহকারী অধ্যাপক মো: রেজাউল কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন সহকারী অধ্যাপক মো: ইফতেখারুল আমিন।

সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মহামানব হয়েছিলেন। শুধু মানুষের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ তাঁকে মহামানবে পরিণত করেছিল। এই ভালবাসার প্রমাণ দিতে গিয়ে তাঁকে অনেক ত্যাগ স্বীকার এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এবং সে স্বপ্ন বাস্তবায়নও করেছিলেন। উপাচার্য বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, তিনি অত্যন্ত সৎ, উদার, দেশপ্রেমিক, সাহসী, সময়নিষ্ঠ ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি সাধারণ মানুষের জন্য ব্যয় করে গেছেন। একারণে সাধারণ মানুষ বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বাস করেছিল এবং তাঁর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা নিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল গত ১৮ আগস্ট ২০১৬ বিডিআরসিএস প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, বিডিআরসিএস-এর কোষাধ্যক্ষ এ্যাডভোকেট তৌহিদুর রহমান প্রমুখ। এতে সভাপতিত্ব করেন বিডিআরসিএস-এর চেয়ারম্যান হাফিজ আহমদ মজুমদার।

কালো দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৈয়দ আলী আকবরসহ কারা নির্যাতিত দু'জন ছাত্র, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ২০০৭ সালের বিভীষিকাময় দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করে বলেন, তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিল। এলক্ষ্যে তারা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে। তখন অনেকেই সংস্কারপন্থী হিসাবে মাঠে নামেন। এ প্রেক্ষিতে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় তৃণমূলের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ যোগ দেন। সভা থেকে মো. জিল্লুর রহমান ঘোষণা করেন 'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাড়া আমরা নির্বাচনে যাব না'। এরপরই রাজনৈতিক চিত্র পাল্টে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ তখন অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাহসী ভূমিকা সেদিন গণতন্ত্র বিকাশের পথকে সুগম করেছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, ২০০৭ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে সজাগ থাকতে হবে। উদার ও আলোকিত মন নিয়ে সমাজের অন্ধকার দূর করতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের ২০ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ফুটবল খেলা দেখার সময় কতিপয় সেনাসদস্য ছাত্রদের মারধর করেন। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজ বিক্ষুদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ প্রেক্ষিতে তৎকালীন সেনা সমর্থিত সরকার সান্ধ্য আইন জারী করে এবং ২৩ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪জন শিক্ষক এবং ৮জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নির্যাতন চালায়।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

জাপান প্রতিনিধি

জাপানের এটোমসিস্টেম কোম্পানি লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট তেতসুয়া হোসোনো গত ১১ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামান এবং অটোম এপি বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম আহমেদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং টোকিও ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স-এর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের বিষয়ে মত বিনিময় করা হয়। এ ব্যাপারে শিগ্‌গিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা সম্মত হন।

কোরিয়া প্রতিনিধিদল

দক্ষিণ কোরিয়ার টিপি গ্লোবাল কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান সং কি বং-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্য হলেন -ইয়ন কিউন জুন। এসময় ইনিসফ্রি আইটি সোর্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ সুমন, হোম ডেভেলাপার্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান মো: গোলাম শরফুদ্দিন সাগর এবং টিপি গ্লোবাল কোম্পানি লিমিটেডের বাংলাদেশ প্রতিনিধি আবদুর রহিম ও শেখ হারুন-উর-রশিদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা নতুন প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্পিনিং হুইল জেনারেটিং সিস্টেম অব ইকো এনার্জি' শীর্ষক প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং ক্যাম্পাসকে ইকো এনার্জি সিস্টেমের আওতায় আনার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশের জন্য কোরিয়ান অতিথিদের ধন্যবাদ জানান।

আইএফইএস প্রতিনিধিদল

ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর প্রধান সিলইয়া পাসিলিনা'র নেতৃত্বে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্য হলেন- নেন্যাদ মারিনকভিচ।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ এবং সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।

রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. আলেকজান্ডার ইগনাটভ গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁর সাথে রাশিয়ান দূতাবাসের এ্যাটাচে আনাস্তাসিয়া নিমোভা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। এ সময় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করার বিষয়ে তাঁরা মতবিনিময় করেন। রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত মি. আলেকজান্ডার ইগনাটভ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে জানান যে, রাশিয়া শিগগিরই বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষ করে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত ৫০০টি মূল্যবান পুস্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিবে। এছাড়া, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাশিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধির ব্যাপারে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে রাশিয়ান সরকারের সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে বলে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত উপাচার্যকে অবহিত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ ও সাহায্য-সহযোগিতা অব্যাহত রাখার জন্য রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত ও রাশিয়ান সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

জাপানী প্রতিনিধিদল

জাপানের কানসাই এ্যাকশন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মাসাহিরো ইসুকাওয়া-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন - কানসাই এ্যাকশন কোম্পানির পরিচালক শিনিয়া নিশিমুরা এবং লিগ্যাল এ্যাডভাইজার অনুপ সমাদ্দার।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেদার টেকনোলজি এবং পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষার আধুনিকায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। জাপানী প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তাদের কোম্পানিতে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলেও তারা উপাচার্যকে আশ্বাস দেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানসাই এ্যাকশন কোম্পানির মধ্যে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মি. আলেকজান্ডার ইগনাটভ গত ২৩ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার টিপি গ্লোবাল কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান সুং কি বং-এর নেতৃত্বে ২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাৎ করেছে।

ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেক্টোরাল সিস্টেমস (আইএফইএস)-এর প্রধান সিলইয়া পাসিলিনা'র নেতৃত্বে ২-সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

জাপানের এটোমসিস্টেম কোম্পানি লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট তেতসুয়া হোসোনো গত ১১ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপানের কানসাই এ্যাকশন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট মাসাহিরো ইসুকাওয়া-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে।

উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক বিশেষ বক্তৃতা

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত জনসম্পদ রয়েছে-উপাচার্য

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে "What are Universities for – in the 21 Century" শীর্ষক এক বিশেষ বক্তৃতা গত ২০ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এ ধরণের বক্তৃতা রিজভী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, প্রো-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এ ধরণের বক্তৃতা লক্ষ্যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসাবে তখন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করে যাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত বিভিন্ন প্রজন্মের গবেষকগণ ইতোমধ্যেই দেশ-বিদেশে নিজেদের মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্র, সমতা, উদারতা, শান্তি, মানবাধিকার, দারিদ্র বিমোচন, অসাম্প্রদায়িকতা, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন তথা মানবতার সার্বিক উন্নয়নে সর্বদা ভূমিকা রেখে চলেছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যাপ্ত জনসম্পদ রয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এই জনসম্পদকে যথাযথ সদ্ব্যবহার করতে পারলে অচিরেই সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করা সম্ভব হবে। উপাচার্য সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, সহিংসতা ও ধর্মান্ধতা মুক্ত বিশ্ব গঠনে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য শিক্ষাবিদ ও নিরাপত্তকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্যের ডারবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর স্যার ক্রিস্টোফার জন এলিংগার বলকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রেস্ট প্রদান করছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। এসময় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপস্থিত ছিলেন।

যুক্তরাজ্যের ডারবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর স্যার ক্রিস্টোফার জন এলিংগার বল এই বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে এই বক্তৃতা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সাধারণ মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়াতে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। মানব সভ্যতার উন্নয়নের

যুক্তরাজ্যের ডারবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর স্যার ক্রিস্টোফার জন এলিংগার বল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মৌলিক গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূখ্য ভূমিকা পালন করা উচিত। তিনি সত্য অনুসন্ধানের লক্ষ্যে মনকে সর্বদা উন্মুক্ত রাখার জন্য তরুণ জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানান।

শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জগন্নাথ হল উপাসনালয়ে গত ২৬ আগস্ট ২০১৬ 'বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শিক্ষার গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকারের সভাপতিত্বে আলোচনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ্রী নারায়ণ চন্দ্র এমপি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীমান সর্বেশ্বর গোবিন্দ দাস প্রমুখ। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ (১২ ভাদ্র ১৪২৩ বাংলা) অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জমায়েত হয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে কবির মাজারে যান এবং পুষ্প অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ (১২ ভাদ্র ১৪২৩ বাংলা) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে সকাল ৭টায় কলাভবন প্রাঙ্গনস্থ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ জমায়েত হন। সেখান থেকে তাঁরা সকাল সোয়া ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা সহকারে কবির মাজারে গমন, পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন।

পরে কবির মাজার প্রাঙ্গণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় নজরুল গবেষক ও এমিরিটাস অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম, প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বক্তব্য রাখেন। কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ও বাংলা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নজরুল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক কবি নজরুলের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জাতিকে নজরুল চর্চা ও অধ্যয়নের আহ্বান জানিয়ে বলেন, কবি নজরুলের মানবতাবাদী চেতনা, সাম্য ও মুক্তবুদ্ধির ধারণায় নতুন প্রজন্মকে এর তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। নজরুল মানুষে-মানুষে, ধর্মে-ধর্মে, কোন ভেদাভেদ দেখেননি। উপাচার্য বলেন, নজরুলের দর্শন একীভূত করে, নজরুলকে স্মরণ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানে সকলের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে নজরুল চেতনার জাগরণ। উপাচার্য বলেন, আজকে ধর্মকে ব্যবহার করে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারীরা প্ররোচনা ও প্রণোদনা দিয়ে জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও এতে জড়িয়ে পড়ছে। তাই শুধুমাত্র পরীক্ষা পাসের জন্য নজরুল পাঠ নয়- নজরুল চর্চা করতে হবে মূল্যবোধ আর দেশপ্রেমকে উজ্জীবিত করার জন্য।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদুল জামিয়ায় কুরআনখানি অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদ ও ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পাঁচদিনব্যাপী 'ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চিত্র প্রদর্শনী' গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ অনুষদের জয়নুল আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন। অনুষ্ঠানে ১১-১৩ আগস্ট পর্যন্ত চিত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণের পর প্রদর্শনী উন্মোচন করা হয়। প্রদর্শনী চলে ২০ আগস্ট পর্যন্ত। অতিথিরা প্রদর্শনী ঘুরে দেখছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩৫জন অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির পক্ষ থেকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ অনুষদের ড. এম হাবিবুল্লাহ সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। এ সময় অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে অতিথিদের সঙ্গে বৃত্তিপ্রাপ্তদের দেখা যাচ্ছে।

প্রাণিবিদ্যা বিভাগে 'অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. হুমায়ুন কবির ও অধ্যাপক ড. আনোয়ারা কবির গ্যালারি' উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিবিদ্যা বিভাগে 'অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: হুমায়ুন কবির ও অধ্যাপক ড. আনোয়ারা কবির গ্যালারি' উদ্বোধন এবং বিভাগের ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও মাস্টার্স শেষ বর্ষের শিক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ বিভাগীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ইমদাদুল হক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো: হুমায়ুন কবির, অধ্যাপক ড. মো: শাহাদাত আলী, অধ্যাপক ড. রওশন আরা বেগম এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে নাজিয়া হোসেন, আশিকুর রহমান ও শাওন চৌধুরী।

ধর্মমন্ত্রী আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ মতিউর রহমান বলেন, আমি এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। তাই এখানে এসে নিজেকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে হচ্ছে। তিনি স্মৃতিচারণ করে তাঁর শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সহপাঠীদের স্মরণ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক শোকের মাস আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি জীবনে কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করেননি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার হয়ে বাঙ্গালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর সংগ্রামী জীবন, আদর্শ ও আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের সোনার বাংলা গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

প্রাণিবিদ্যার নবাগত ও বিদায়ী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশের প্রাণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। বঙ্গবন্ধুর মত সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিক হয়ে নিজেদেরকে মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। তোমাদেরকে দেশ ও দশের প্রাণ বুঝতে হবে এবং আলোকিত মানুষ হতে হবে।

অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদ-বেগম সুফিয়া আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে 'অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদ-বেগম সুফিয়া আহমেদ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়েছে। পিতা-মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদের মেয়ে অধ্যাপক ড. নিশাত আহমেদ পাশা ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৪ আগস্ট ২০১৬ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আবদুল আজিজ, প্রয়াত অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদের জামাতা আব্দুল্লাহ হারুন পাশা, মেয়ে মিসেস ইয়াসমিন আহমেদ রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের বিএস (সম্মান) ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদ-বেগম সুফিয়া আহমেদ স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে। এছাড়া, বিভাগের আরও ২জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই অনুদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও উৎসাহিত ও মনোযোগী হবে। প্রয়াত এমিরিটাস অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমেদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক। তাঁর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠতে হবে।

উল্লেখ্য, প্রয়াত ড. মফিজ উদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালের ২ মে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্ত্রী বেগম সুফিয়া আহমেদ ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০০ সালে ইন্তেকাল করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবং Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)-এর সহযোগিতায় গত ১৪ আগস্ট ২০১৬ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন সেমিনার কক্ষে "University of Dhaka: In Search for Excellence: Issues, Policies and Recommendations" শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন FES-এর আবাসিক প্রতিনিধি ফ্রানজিসকা কর্ন। অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ এবং ড. ইফতেখার ইকবাল।

সম্পাদকঃ মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম, মোঃ নজরুল ইসলাম ও তাওহিদা খানম, ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫